তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০২৭

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বিজিবি মহাপরিচালক

**মুক্তিযোদ্ধারা জাতির সূর্যসন্তান**

ঢাকা, ৬ পৌষ (২১ ডিসেম্বর):

‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস-২০২২’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিজিবি মহাপরিচালকের বিশেষ দরবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিজিবিতে বীরত্ব ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য পদক ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ আজ পিলখানাস্থ সীমান্ত সম্মেলন কেন্দ্রে বিজিবি সদস্যদের বিশেষ দরবার গ্রহণ করেন। দরবারের শুরুতেই বিজিবি মহাপরিচালক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা জাতির সূর্যসন্তান। তাঁদের ঋণ কোনো কিছু দিয়ে শোধ করা যাবে না। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল সুযোগ-সুবিধা আগের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের উত্তরসূরিদের জন্য সবসময় কাজ করে যাচ্ছে এবং আজীবন তাদের পাশে থাকবে।

অনুষ্ঠানে বিজিবি মহাপরিচালক প্রশিক্ষণ, গোয়েন্দা কার্যক্রম, পারস্পরিক যোগাযোগ এবং খেলাধুলা ও শারীরিক উৎকর্ষতার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। বছরজুড়ে বিজিবির অভিযানিক সফলতাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয়, খেলাধুলায় সাফল্য, সৈনিকদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ইত্যাদির পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, বর্তমান সরকারের সানুগ্রহ পৃষ্ঠপোষকতায় সৈনিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ সময় তিনি সকল স্তরের বিজিবি সদস্যদেরকে শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি যেকোনো ধরনের অনৈতিক কাজ থেকে নিজেকে দূরে রেখে পারিবারিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার নির্দেশনা দেন।

দরবার শেষে বিজিবিতে বীরত্বপূর্ণ এবং কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ অফিসারসহ মোট ৫৬ জন বিজিবি সদস্য এবং অসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ মেডেল (বিজিবিএম), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ মেডেল সেবা (বিজিবিএমএস), প্রেসিডেন্ট বর্ডার গার্ড মেডেল (পিবিজিএম), প্রেসিডেন্ট বর্ডার গার্ড মেডেল সেবা (পিবিজিএমএস) এবং বর্ডার গার্ড অবদান মেডেল (বিজিওএম) এই পাঁচটি ক্যাটেগরিতে পদক প্রদান করা হয়। এরপর অপারেশনাল কর্মকাণ্ড, চোরাচালান নিরোধ এবং মাদকদ্রব্য আটকের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনকারী শ্রেষ্ঠ কোম্পানি/বিওপি কমান্ডার, শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষণে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জনকারী সর্বমোট ৩২ জনকে ব্যক্তিগত পুরস্কার প্রদান করা হয়। একইসাথে ৪টি শ্রেষ্ঠ ব্যাটালিয়নকে ট্রফি প্রদান করা হয়। এরপর ৬৪ জনকে মহাপরিচালকের অপারেশনাল ও প্রশাসনিক প্রশংসাপত্র (ইনসিগনিয়াসহ) প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ৪ জনকে অনারারি সুবেদার মেজর হতে অনারারি সহকারী পরিচালক এবং ৪ জনকে অনারারি সহকারী পরিচালক হতে অনারারি উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করে তাদেরকে র‍্যাংক ব্যাজ পরিধান করানো হয়।

উল্লেখ্য, সারা দেশে বিজিবির খেতাবপ্রাপ্ত ১১৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণকে সংবর্ধনা, অনুদান ও উপহার প্রদান করা হয়।

#

শরিফুল/পাশা/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/শামীম/২০২২/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫০২৬

**দুর্নীতি প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করছে সরকার**

 **-- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ পৌষ (২১ ডিসেম্বর) :

দুর্নীতি প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারকে গত দেড় দশকে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারসহ অনেক কাজ করতে হয়েছে। আজ সৌদি আরবের জেদ্দাতে অনুষ্ঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে ওআইসি’র প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে এক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় প্যানেলিস্ট হিসেবে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক দুর্নীতি প্রতিরোধে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন আইন প্রণীত হলেও এর বাস্তবায়নে সরকারকে অনেক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন ও নতুন আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, মিউচ্যুয়াল লিগ্যাল এসিস্টেন্স আইন, সাক্ষ্য আইনের সংস্কার। এছাড়া, দুর্নীতির বহুমাত্রিকতা থাকায় তা প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী আলাদাভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, যাতে করে দুদকের পক্ষে দুর্নীতি প্রতিরোধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া দ্রুততর ও সহজতর হয়।

মন্ত্রী বলেন, দুর্নীতি একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ হওয়ায় পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে আঞ্চলিক ও আন্তজার্তিক সহযোগিতার বিকল্প নেই। তিনি পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশ একজন প্রাক্তন সরকার প্রধানের সন্তানের পাচারকৃত অর্থ আইনি প্রক্রিয়ায় দেশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, অসাধু ব্যক্তিরা দুর্নীতির জন্য নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করায় তা সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধে দুর্নীতি প্রতিরোধে নিয়োজিত সংস্থার লোকবলের দক্ষতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এ প্রসঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও ডিজিটাইজেশনের ওপর জোর দেন।

মন্ত্রী দুর্নীতি প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার জন্য গৃহীত ওআইসি কনভেশনের আওতায় প্রশিক্ষণ, তথ্য বিনিময়, অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ দুর্নীতি প্রতিরোধে উপকৃত হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় আলোচক হিসেবে ইন্টারপোলের মহাসচিব জার্গেন স্টক, জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত অফিসের নির্বাহী পরিচালক ঘাদা ওয়ালি, মিশরের প্রশাসন মন্ত্রী মেজর জেনারেল আমর আদেল ও এগমন্ত গ্রুপের সভাপতি জোলিসাইল খানাইল বক্তব্য রাখেন। পরে আলোচকগণ ওআইসি সদস্য রাষ্টের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

#

রেজাউল/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/সেলিম/২০২২/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০২৫

**টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ৬ পৌষ (২১ ডিসেম্বর):

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা **:**

**“সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ এর পরিবর্তে ২৮ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে।”**

 - সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

#

জাকির/পাশা/মাহমুদ/শামীম/২০২২/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ৫০২৪

**২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ**

 **-- শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ পৌষ (২১ ডিসেম্বর)

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নে বিশ্বের বিস্ময়। তাঁর নেতৃত্বে মাত্র ১৪ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছে। এতো অল্প সময়ের মধ্যেও ডিজিটাল বাংলাদেশ পূর্ণতা পেয়েছে। পদ্মাসেতু, বঙ্গবন্ধু টানেল, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং মেট্রোরেলের মতো অনেকগুলো মেগাপ্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। এ উন্নয়নের সিঁড়ি বেয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ।

  আজ ঢাকায় শ্রম ভবনের সম্মেলন কক্ষে ‘মহান বিজয় দিবস’ উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সাহসী ও মানবিক নেতা ছিলেন। এই মাটিতে বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল বলেই আমরা এদেশের স্বাধীনতা পেয়েছি। আজ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশ্বের অনেক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। ৬৬ সালের ৬ দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। বঙ্গবন্ধুর যে মেধা, যে দূরদর্শিতা তা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে দেখেছেন।

আলোচনা সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ এহছানে এলাহীর সভাপতিত্বে শ্রম আপিল ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোঃফারুক, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ তৌফিকুল আরিফ, জেবুন্নেছা করিম, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মোঃ নাসির উদ্দীন আহমেদ, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদ মামুন চৌধুরী, কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক ড. মোল্লা জালাল উদ্দীন, যুগ্মসচিব মোঃ মহিদুর রহমান, বাংলাদেশ শ্রমিকলীগের কার্যকরী সভাপতি আলাউদ্দিন মিয়া এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামান মোড়ল বক্তৃতা করেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন যুগ্মসচিব ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের পরিচালক মোঃ মনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে শ্রম মন্ত্রণালয়, শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং জাতীয় শ্রমিক লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সকল শহিদ, শহিদ জাতীয় চার নেতা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

আকতারুল/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৯৩২ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫০২৩

**‘আওয়ামী লীগ একটি স্মার্ট দল’ : সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ পৌষ (২১ ডিসেম্বর) :

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগ সবসময়ই একটি স্মার্ট দল। আওয়ামী লীগই সবসময় প্রথমে ভাবে জাতিকে এগিয়ে নিতে হলে কি করতে হবে। আওয়ামী লীগের হাত ধরে ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে, স্মার্ট বাংলাদেশও আওয়ামী লীগের হাত ধরেই হবে।’

আজ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২তম কাউন্সিল ২০২২ এর অনুষ্ঠানস্থল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পরিদর্শনে গিয়ে মন্ত্রী গণমাধ্যমকে এ কথা বলেন।

উদাহরণ দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘সেই পাকিস্তান আমলে বাঙালির স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন আওয়ামী লীগের ঘর থেকেই শুরু হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ থেকেই জাতিকে অবহিত করা হয়েছে। জাতিকে প্রস্তুত করা হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য।’

মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের দেশ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শিল্প বিপ্লবে কয়েক দশক করে পিছিয়ে পড়লেও এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা পিছিয়ে নেই। অনেকের আগে ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কথা ভেবেছে, যেটি ভারত ২০১৫ সালে, যুক্তরাজ্য ২০০৯ সালে ভেবেছে।’

মন্ত্রী আরো বলেন, আর দুই দিন পরেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনটি শুধু দলেরই নয়, জাতীয় জীবনেও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের যে সম্মেলন হয়েছিল, সেটির সম্মেলন সংগীত ছিল ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ এবং সেই সংগীতই পরে আমাদের জাতীয় সংগীত হয়েছে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিবার আওয়ামী লীগের সম্মেলন থেকে দেশ গঠনে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, জাতির পিতার স্বপ্নের ঠিকানায়, মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের ঠিকানায় দেশকে পৌঁছাবার লক্ষ্যে বার্তা থাকে। এবারের সম্মেলনেও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, দেশের রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করা ও রাজনীতিতে যে অপশক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং বিএনপির নেতৃত্বে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে যে লালন-পালন করা হচ্ছে, সেই সব বিষয়েও সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকবে। এভাবেই আওয়ামী লীগের সম্মেলন জাতীয় জীবনের মাইলফলক হয়ে ওঠে।

এবারের সম্মেলন অন্যবারের তুলনায় কম জাঁকজমকপূর্ণ হবে জানিয়ে দলের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমাদের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই নির্দেশনাই দিয়েছেন। আমাদের জাতীয় সম্মেলন সবসময় দু’টি অধিবেশনে হয়। প্রথম অধিবেশন সকালে ও বিকেলে কাউন্সিল অধিবেশন। এতে খরচ কম হয়। এরপরও আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সাথে মিল রেখে এবারের সম্মেলনে অনেক কিছু থাকবে।

নির্মীয়মান মঞ্চ ও আসনস্থল পরিদর্শনকালে আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, সাবেক এমপি মোঃ নবী নেওয়াজ, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আক্তার হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য আ হ ম তারেক উদ্দীন এবং প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির সদস্য মোহান্মদ রাশেদুল ইসলাম মন্ত্রীর সাথে ছিলেন।

#

আকরাম/পাশা/মাহমুদ/সেলিম/২০২২/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ৫০২২

**মানসম্মত ও উন্নত জীবনযাত্রার জন্য পরিকল্পিত নগরায়ন আবশ্যক**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

  ঢাকা, ৬ পৌষ (২১ ডিসেম্বর)

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, উন্নত জীবনযাপনের জন্য পরিকল্পিত নগরায়ন প্রয়োজন৷ নিরাপদ ও মানসম্পন্ন আবাসন ব্যবস্থা আধুনিক জীবনযাত্রার অন্যতম উপাদান৷

  আজ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অভ্ বাংলাদেশ (রিহ্যাব) আয়োজিত মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী একথা বলেন৷

­­­­­ মন্ত্রী বলেন, আবাসন এক ধরনের হিউম্যান রাইটস (মানবাধিকার)। একই সঙ্গে শপিং মল, স্কুল, হাসপাতাল, মসজিদ ও রাস্তা সবই দরকার। আবাসিক এলাকার কাছাকাছি সব কিছু থাকলে যানবাহনের ব্যবহার কমবে৷ আমাদের পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে৷

  মন্ত্রী জানান, আবাসন খাতসহ সকল খাতের সমন্বয়ে আমাদের উন্নয়ন হচ্ছে৷ পদ্মা সেতু, মেট্রোরেলসহ মেগা প্রকল্পের সুবিধা জনসাধারণ পেতে শুরু করেছে৷ ২০৪১ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নত-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় পরিণত হবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন৷

  মন্ত্রী আরো বলেন, ড্যাপ (ডিটেইলড এরিয়া প্লান)-এর মাধ্যমে আবাসন খাতকে সহায়তা করার ব্যবস্থা করতে হবে। ড্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে ঢাকাকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য৷ তিনি আরো জানান, বাসযোগ্য ও নান্দনিক ঢাকা তৈরির জন্য ড্যাপ বাস্তবায়ন জরুরি৷

  অনুষ্ঠানে রিহ্যাব প্রেসিডেন্ট আলমগির শামসুল আল আমীন (কাজল) ও রাজউকের চেয়ারম্যান মোঃ আনিসুর রহমান মিঞাসহ আবাসন খাতের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন৷

#

রুবেল/পাশা/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫০২১

**রাষ্ট্র নয়, বিএনপির মেরামত দরকার**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ পৌষ (২১ ডিসেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপির ২৭ দফা আসলে জনগণের সাথে ভাঁওতাবাজি এবং রাষ্ট্রের নয়, বিএনপিরই মেরামত দরকার।’ আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বিএনপির মেরামত দরকার কারণ তারা গত ১৪ বছর ধরে যেভাবে জনগণের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে, জনগণকে জিম্মি করার রাজনীতি করেছে, রাজনীতির নামে মানুষ হত্যা করেছে, জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, এ ধরনের রাজনৈতিক দল যখন রাষ্ট্র সম্পর্কে মেরামতের কথা বলে তখন মানুষ স্বাভাবিকভাবে আতংকিত হয়।’

মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপির ২৭ দফার অনেক কিছু তারা যে নীতি নিয়ে চলছে, সেটির সাথে সাংঘর্ষিক। একদিকে যেমন তারা যে সব মৌলবাদী দলগুলোর সাথে জোট করেছে, তাদের কারো কারো মূল মতাদর্শ হচ্ছে বাংলাদেশকে ধর্মরাষ্ট্র আফগানিস্তানের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, আবার অন্য দিকে বিএনপি দফা দিয়েছে ‘ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার’ অর্থাৎ তাদের কথা ও কাজে এটা প্রচণ্ড সাংঘর্ষিক।’

‘বিএনপির এই ২৭ দফা আসলে জনগণের সাথে ভাঁওতাবাজি’ উল্লেখ করে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘তাদের ২৭ দফার ১৩ দফায় বলা আছে, দুর্নীতির ব্যাপারে কোনো আপোষ করা হবে না। দুর্মুখেরা বলছে, এটি দিয়ে বিএনপি আসলে বোঝাতে চেয়েছে-- দুর্নীতি তারা আগের মতোই অব্যাহত রাখবেন। কারণ যারা দেশকে পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছে, যারা হাওয়া ভবন তৈরি করে সমান্তরাল সরকার পরিচালনা করে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল, তারা যখন দুর্নীতির ব্যাপারে কোনো আপোষ হবে না বলে তখন তারা আগের সেই দুর্নীতির পথেই হাঁটবে সেটিই বোঝায়।’

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘রাষ্ট্র মেরামত কেন বলা হলো! এভাবে দফাগুলোর নাম দেওয়া ঠিক নয়। এটি কি কারখানা যে মেরামত করতে হবে! আসলে বিএনপিরই মেরামত দরকার। আর যাদের মস্তিষ্ক থেকে এগুলো আসছে, তাদের মস্তিষ্করও মেরামত দরকার।’

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে কারাগার থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য প্যারোলে বেরিয়ে বিএনপির স্থানীয় নেতা আলী আজম ডাণ্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় মায়ের জানাজায় অংশ নেওয়া নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আমি বিষয়টি নিয়ে চেক করেছি, গাজীপুরের পুলিশ প্রশাসনের সাথে কথা বলেছি। ডাণ্ডাবেড়ি ও হাতকড়া পরানো জেল প্রশাসনের কাজ। সেটি আবার পুলিশের অধিনে নয়, একজন আইজি প্রিজন আছেন, সেই প্রশাসনের অধিনে। যেহেতু কয়েকদিন আগে কয়েকজন জঙ্গি পালিয়ে গেছে এবং তাদের প্রতি যেভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার ছিলো, সেটি করা হয়নি বলে তদন্তে উঠে এসেছে, এ জন্য তারা অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছে।'

মন্ত্রী জানান, ‘আমি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি, তারা বিষয়টি জানতেন না। যারা সেই বিএনপি নেতাকে বহন করে এনেছিল শুধু তারাই জানতেন অন্যরা কেউ জানতো না। তবে আমি মনে করি, জানাজার সময় তার ডাণ্ডাবেড়ি এবং হাতকড়া খুলে দিলে ভালো হতো।’

প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক করতে আবারও বিএনপির অংশগ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন -এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী বলেন, ‘অবশ্যই নির্বাচন কমিশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সব দলকে নির্বাচনমুখী করা। আমরাও চাই বিএনপিসহ সমস্ত রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক। একটি প্রতিযোগিতামূলক সুষ্ঠু, স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হোক, সেটি আমরা চাই। বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি করবে না, সেটি একান্তই তাদের নিজস্ব ব্যাপার।'

‘তবে কথায় আছে না- গাধা জল ঘোলা করে খায়' উল্লেখ করে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'বিএনপি যেমন ১০ তারিখে নয়াপল্টনের অফিসের সামনে থেকে নড়বেন না বলে পরে গরুর হাটের ময়দানে গিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বিএনপি তাদের দল টিকিয়ে রাখার স্বার্থে নির্বাচনে আসবে।’

#

আকরাম/পাশা/মাহমুদ/সেলিম/২০২২/১৮৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ৫০২০

**বাংলাদেশের আর্থিক ব‌্যবস্থাপনায় এমএফএস বিস্ময়কর ভূমিকা রাখছে**

 **--টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ পৌষ (২১ ডিসেম্বর)

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) বাংলাদেশের আর্থিক ব‌্যবস্থাপনায় বিস্ময়কর ভূমিকা রাখছে। আর্থিক ব‌্যবস্থাপনায় ব‌্যাংক সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততার শেকল ভাঙতে পারেনি, কিন্ত এমএফএস তা পেরেছে। এমএফএস সেবা দেশের জনগণ ব‌্যবহার করার সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং জনগণের কাছে তা গ্রহণযোগ‌্যতা অর্জন করেছে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় আইডিয়া ফাউন্ডেশন আয়োজিত বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি শক্তিশালীকরণে এমএফএসের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী  ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারাবাহিকতায় কাগজের নোটের দিন শেষ হয়ে আসছে উল্লেখ করে বলেন, প্রচলিত পদ্ধতিতে আর্থিক ব‌্যবস্থাপনার দিন ফুরিয়ে আসছে। সামনের পাঁচ বছরে বিশ্ব আর্থিক ব‌্যবস্থাপনা কোথায় যাবে আমরা কেউ জানি না। দেশের  মুদ্রা ব‌্যবস্থাপনা বাংলাদেশ ব‌্যাংকের দায়িত্ব। মন্ত্রী  ডিজিটাল প্রযুক্তির ভিত্তির ওপর স্মার্ট প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের উপর দাঁড়িয়ে ২০৪১ সালে র্স্মাট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে বলে আশাবাদ ব‌্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ফলে আমরা অতীতের তিনটি শিল্প বিপ্লবে অংশগ্রহণে ব‌্যর্থ হওয়ায় শতশত বছরের পশ্চাদপদতা অতিক্রম করে  প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল প্রযুক্তিতে পৃথিবীর সমান্তরালে এসেছি। তিনি ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল  সার্ভিস ও  মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের পার্থক‌্য তুলে ধরে বলেন, আমরা ৫জি প্রযুক্তি যুগে প্রবেশ করেছি। আজ মোবাইলে যে ফিনান্সিয়াল সার্ভিস হচ্ছে পরবর্তীতে আইওটি ডিভাইস মোবাইলের স্থান দখল করতে পারে।

সাবেক মূখ‌্য সচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদের সঞ্চালনায় আইডিয়া ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন কাজী এম আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আইডিয়া ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সাবেক সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান মনসুর, বিকাশের সিইও কামাল কাদির, বাংলাদেশ ব‌্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মেজবাহুল হক ও সাবেক নির্বাহী পরিচালক লীলা রশিদ বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইডিয়া ফাউন্ডেশনের লিড রিসার্চার হোসাইন এ সামাদ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগ ও লাগসই গবেষণার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

শেফায়েত/পাশা/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৬২৬ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ৫০১৯

**মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে বর্তমান সরকার কাজ করছে**

ঢাকা, ৬ পৌষ (২১ ডিসেম্বর)

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে বর্তমান সরকার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে নানামুখী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। সরকার বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতাদানের লক্ষ্যে ‘ভিশন ২০৪১’ বাস্তবায়ন করেছে। এসব পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হলো ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা।

আজ রাজধানীর বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অভ্ বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি) তে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বিইউবিটির ভাইস চ্যান্সেলর ড. মোঃ ফৈয়াজ খানের সভাপতিত্বে সভায় বিইউবিটি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান জনাব সামশুল হুদা, উপদেষ্টা অধ্যাপক মোঃ আবু সালেহ্সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শোনাতে গিয়ে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে দেশপ্রেমিক হিসেবে তৈরি করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছি ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ বাংলাদেশের লক্ষ্যে। বঙ্গবন্ধু দেশকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কিন্তু ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে হত্যা হওয়ায় তিনি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি দেওয়ার সময় পাননি। এখন সেই কাজটি তারই সুযোগ্যকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষতার সঙ্গে করে যাচ্ছেন।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নের সরকার। এ সরকার আমলে দেশের প্রতি‌টি খাতেই উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। সরকার জনগণের কল্যাণে উন্নয়ন করে যাচ্ছে এবং তাদের প্রশংসনীয় ভূমিকায় দেশ আজ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিণত হয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি। স্বাধীনতার জন্য শহিদ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাঙালি জাতি চিরকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ
করবে ।

#

সৈকত/পাশা/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৬২৬ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ৫০১৮

**দেশের প্রয়োজনে আনসার ও ভিডিপি সবসময় তৎপর**

 **--স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী**

রাজশাহী, ৬ পৌষ (২১ ডিসেম্বর)

 দেশের প্রয়োজনে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনি (ভিডিপি) সবসময় তৎপর ভূমিকা পালন করে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খান।

 আজ রাজশাহীর বাঘা উপজেলা পরিষদ চত্বরে নবনির্মিত বাঘা উপজেলা আনসার ও ভিডিপি মডেল কার্যালয় উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য আদিবা আনজুম মিতা, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনি (ভিডিপি)-র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্যেকটি বাহিনি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। আনসার বাহিনি তার মধ্যে একটি। তাদের কাজ সবসময় আমাদের চোখে পড়ে না ঠিকই, কিন্তু আনসার একটি বিরাট বাহিনি। দেশের প্রয়োজনে সবসময় আনসার ও ভিডিপি তৎপর ভূমিকা পালন করে থাকে। যখন যেভাবে কাজ করা প্রয়োজন এই বাহিনি ঠিক সেভাবে আস্থার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে। বিশেষ করে নির্বাচনের সময়, বিভিন্ন দুর্যোগে, পূজা উৎসবে আনসার ও ভিডিপি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাতে করে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।

 ২০১৪ সালের পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে মন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালে দেশে যখন অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছিল, অগ্নিসন্ত্রাস, সড়ক ও রেলযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার ঘটনা ঘটানো হচ্ছিল, তখন সেই পরিস্থিতিতে আনসার গুরুত্বসহকারে কাজ করেছে। জনগণের জানমালের নিরাপত্তাবিধান ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনসারের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

 সাম্প্রতিক জামাত-শিবিরের বিভিন্ন ধরনের অপতৎপরতায় দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার সুযোগ আছে কী না সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে এ সময় মন্ত্রী বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো অবস্থায় আছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করছে। আর জামাত-শিবির বলে শুধু নয়, যারাই দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। সীমান্ত হত্যা সম্পর্কে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, ইতোপূর্বে সীমান্ত হত্যা বিষয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সীমান্ত হত্যা বন্ধে ভারতের আশ্বাস রয়েছে বলে মন্ত্রী জানান।

 অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, তৃণমূলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আনসার ভিডিপির সদস্যরা কাজ করে। আমাদের জাতি গঠনে, দুর্যোগ মোকাবিলায় এবং দেশের নির্বাচনে আনসার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের সর্বত্র তাদের কাজের পরিধি বিস্তৃত বলে প্রতিমন্ত্রী জানান।

 একই অনুষ্ঠান থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফলক উন্মোচন করে নবনির্মিত তানোর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি মডেল কার্যালয় উদ্বোধন করেন। পরে মন্ত্রী বাঘা উপজেলা আনসার ও ভিডিপি মডেল কার্যালয়ের সামনে একটি টারমিনাল ট্রি’র চারা রোপণ করেন।

#

তৌহিদ/পাশা/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ৫০১৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৬ পৌষ (২১ ডিসেম্বর)

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৮২ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৪৩৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৩৮ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৭ হাজার ২৮ জন।

#

কবীর/পাশা/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৬২৬ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৫০১৬

**এক কোটিরও অধিক ভাতাভোগী ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা পাচ্ছেন**

 **-সমাজকল্যাণমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ পৌষ (২১ ডিসেম্বর)

 সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, এক কোটিরও অধিক ভাতাভোগী ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা পাচ্ছেন। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ঘরে বসে ভাতা পাওয়ায় ভোগান্তি দূর হয়েছে।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ সমাজসেবা অধিদপ্তরে ‘ক্যাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন (সিটিএম)’ প্রকল্প হতে সমাজসেবা কর্মকর্তাদের মোটরসাইকেল বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু ও মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

 মন্ত্রী বলেন, সনাতন পদ্ধতিতে ভাতা বিতরণে বিভিন্ন  অনিয়ম ও দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগ ছিলো। ভাতা বিতরণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ডিজিটাল হওয়ায় সেসব অভিযোগ দূর হয়েছে। ক্যাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন প্রকল্পের মাধ্যমে এক কোটিরও অধিক ভাতাভোগীর ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে।  বয়ষ্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতাসহ বিভিন্ন ধরনের ভাতার হার ও উপকারভোগীর সংখা বড়ানো হয়েছে।

 এর আগে মন্ত্রী সমাজসেবা কর্মকর্তাদের হাতে মোটরসাইকেলের চাবি হস্তান্তর করেন। তৃণমূল পর্যায়ে ৫৭০ জন সমাজসেবা কর্মকর্তাদের মাঝে মোটরসাইকেল বিতরণ করা হয়।

#

জাকির/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/ডালিয়া/রবি/শামীম/২০২২/১৪৫০ঘণ্টা